## প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে অভিযানে দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ** বুধবার সন্ধ্যের হঠাৎই দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক শঙ্খ সাঁতরার নেতৃত্বে শহরের দুটি শপিংমল-সহ চন্ডীদাস বাজারে প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে অভিযান সংগঠিত হয়। এই অভিযানে সামিল হয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, দুর্গাপুর চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্টি ও পুলিশ প্রশাসন। গত ১ বছর ধরেই দুর্গাপুরকে প্লাস্টিক ফ্রী জোন করতে বদ্ধপরিকর মহকুমাশাসক, নগরনিগম ও বণিক সভা। ৫০ মাইক্রনের নীচে কোনভাবেই প্লাস্টিক ব্যবহার করা যাবে না। এই নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ রূপে লাগু হয়েছে চলতি বছরের পয়লা বৈশাখ থেকে। নিয়ম পালন না করলে বিক্রেতার ক্ষেত্রে ৫০০ ও ক্রেতার ক্ষেত্রে ৫০ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হয়েছে। এদিনের অভিযানে একটি শপিংমল থেকে বেশ কিছু প্লাস্টিক উদ্ধার করেছে অভিযানকারী দল। তবে এদিন তাদেরকে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে চন্ডীদাস বাজারে মাছ, সব্জী ও ফলের দোকান থেকে বেশ কিছু প্লাস্টিক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাদেরকেও সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মহকুমাশাসক শঙ্খ সাঁতরা জানান যে, এদিন সতর্ক করা হল, এরপর জরিমানা হবে। তবে জরিমানাটা উদ্দেশ্য নয়, মানুষের সচেতনতা বোধটাই এখানে আসল বলে জানান মহকুমাশাসক।

## নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদে এগিয়ে হরিদাস দেবনাথ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নবদ্বীপ ঃ** পঞ্চায়েত ভোট শেষ হতেই তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কে বা কারা হবেন। সারা নদীয়া জেলা জুড়ে এরকম একটা তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে বলে বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতি জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমিতি। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন বিদায়ী আরতি দেবনাথ। আরতি দেবনাথ এবারে জেলাপরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যদিকে জেলাপরিষদের বিদায়ী জনস্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়ে প্রচুর ভোটের ব্যবধানে বিরোধী প্রার্থীকে হারিয়ে জয়লাভ করেছেন হরিদাস দেবনাথ। তাই বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে যে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির পদে যাদের নাম উঠে এসেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হরিদাস দেবনাথের নাম। হরিদাস দেবনাথ দীর্ঘদিন ধরেই বাম বিরোধী রাজনীতিক হিসাবে পরিচিত তারপর তৃণমূল কংগ্রেস যখন তৈরি হয় সেই আগাগোড়া থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী এবং একজন তৃণমূলের সৈনিক হিসাবেই নিজেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এলাকার উন্নয়ন ও মানুষের জন্য। এছাড়াও মদনমোহন খাদি ও গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের সম্পাদক পদে রয়েছেন। নবদ্বীপ তথা নদীয়া জেলার শান্তিপুর, ফুলিয়া তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ মানুষ। তাঁত শিল্পকে বাঁচাতে এই সঙ্ঘের গুরুত্ব অপরিসীম এবং তিনি তাদের কাছ থেকে উৎপাদিত বস্ত্র কিনে বিভিন্ন প্রদেশে বিপণন ব্যবস্থা করে থাকেন। এরফলে উপকৃত হচ্ছেন তাঁতশিল্পীরা। হরিদাস দেবনাথের আগেও নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির পদ সামলেছেন। বিভিন্ন সময়ে ভোটে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করেছেন এবং দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন এখনও পর্যন্ত। তাই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদে হরিদাস দেবনাথ বসছেন এটাই ধরে নিয়েছেন নবনির্বাচিত সমিতির সদস্যরা। বৃহস্পতিবার এই প্রসঙ্গে হরিদাস দেবনাথ জানিয়েছেন যে, দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমিতির সভাপতি কে হবেন দল ঠিক করবে। স্থানীয় বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা তার অনুপ্রেরণায় এবং চিন্তাভাবনায় যে উন্নয়নমূলক কাজ চলছে সেই গতি বজায় রাখতে তিনি তৎপর এবং সেই মতোই কাজ করে যাচ্ছেন। তাই সভাপতি কে হবেন আমার জানা নেই। অন্যদিকে সহ সভাপতির পদে বিদায়ী সহসভাপতি তাপস ঘোষের নাম উঠে এসেছে। জানা গিয়েছে যে, তাপস বাবুও দীর্ঘদিনের বামবিরোধী নেতা হিসাবে পরিচিত এবং তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী। তাই সহ সভাপতির পদে বসতে পারেন তাপস ঘোষ। স্থানীয় বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা জানিয়েছেন যে, সমিতির সভাপতি ও সহসভাপতি কে হবেন নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা আলোচনা করে ঠিক করবেন। জানা গিয়েছে যে, নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির আসন সংখ্যা ২১টি। এবারের নির্বাচনে ২টি আসন পেয়েছে সিপিএম, একটি আসন পেয়েছে বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে এসেছে ১৮টি আসন।

## পানাগড়ে মালগাড়ির রেকে আগুন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ** বুধবার সন্ধ্যায় হাওড়াগামী একটি কয়লা বোঝাই মালগাড়ির রেকে আগুন ধরে যায়। পানাগড়ের ২নং রেলগেটের কাছে ঘটনাটিতে নজর পড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের। তারা মালগাড়ির গার্ডকে বিষয়টি জানান। গার্ডের নজর পড়ামাত্র তিনি মালগাড়ি থামানোর নির্দেশ দেন। এরপর দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তারপর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

তবে রেলসূত্রে আগুন দরে যাওয়ার কারণ নিয়ে কোন মন্তব্য করেননি রেল আধিকারিকেরা। অবশ্য দমকল কর্মীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, অতিরিক্ত গরমের কারণেও আগুন ধরে যেতে পারে।

## নবদ্বীপ ধাম রেলস্টেশনে শেডের কাজ শুরু

**শ্যামল রায়, নবদ্বীপ**

চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ দাম রেলস্টেশন একটি মডেল রেলস্টেশনের কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী তথা বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু আজও পর্যন্ত নবদ্বীপ ধাম রেলস্টেশন মডেল স্টেশনের মর্যাদা যেমন পায়নি তেমনি উন্নয়নের দিক থেকে যতটা সফলতা দরকার তার কিছুই মেলেনি বলে অভিযোগ যাত্রীসাধারণের। অনেক রকম অভিযোগ রয়েছে, নবদ্বীপ ধাম রেলস্টেশনে আসা যাত্রীসাধারণের। তবুও রাতের অন্ধকারে জোনাকির আলোয় যেন পথ চলতে দিশা দেবে যাত্রীসাধারণকে সেই রকমই একটি কাজ শুরু হয়েছে নবদ্বীপ রেলসেচশনের প্লাটফর্মে শেড তৈরীর কাজ। যদিও অনেক আগেই নবদ্বীপ ধাম রেলস্টেশনকে ঢেলে সাজানোর কথা ছিল কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে বলে কথা উঠেছে যাত্রী সাধারণের কাছে। রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার এস এল সরকার জানিয়েছিলেন যে, অনেক আগেই নবদ্বীপ ধাম রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলিতে সম্পন্ন শেড তৈরীর কথা থাকলেও কোন বিশেষ কারণে হয়নি। সেখানে অভিযোগের আগুন উঠেছে একটি যাত্রীসাধারণের প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে। প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের বুদ্ধিমত্তার অভাবের কারণেই শেড তৈরি হয়নি বলে অভিযোগে জানা গিয়েছে। তবে দীর্ঘদিন বাদেই সেড তৈরির কাজ শুরু হওয়ায় খুশি যাত্রী সাধারণ। ইতিমধ্যেই শেড তৈরীর সমস্ত সরঞ্জাম গোডাউনে পড়তে শুরু করেছে এবং জানা গিয়েছে কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। আরো জানা গিয়েছে যে, ব্যান্ডেল-কাটোয়া রেলশাখায় বাঁশবেড়িয়া থেকে মালিহাটি পর্যন্ত রেলস্টেশনগুলিতে বিভিন্ন প্লাটফর্মে শেড তৈরীর কাজ হবে। শেড তৈরীর কাজ শেষ হলে অনেক অসুবিধা থেকে রেহাই পাবেন যাত্রীসাধারণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে, ইতিমধ্যেই নবদ্বীপ ধাম রেলস্টেশন-সহ পূর্বস্থলী, কালনা, ধাত্রীগ্রাম, সমুদ্রগড়, ভান্ডারটিকুরি-সহ প্রভৃতি রেলস্টেশনের উপর থেকে বহু নামিদামি গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। নামিদামি গাছ কেটে ফেলার নাম করে বড়বড় গাছের গুড়ি সমেত কেটে ফেলার কারণে রোদ্দুরের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেনা যাত্রীসাধারণ। বেশিরভাগ রেলস্টেশন এই নেই প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত সম্পূর্ণ শেড। অথচ নবদ্বীপ ধাম রেলস্টেশন-সহ যে সমস্ত রেলস্টেশনের গাছ কেটে ফেলা হয়েছে তার মধ্যে নিয়মবিরুদ্ধ অনেক কিছু তথ্য লুকিয়ে আছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বহু বেনিয়ম রয়েছে গাছ কাটার ভিতর। ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে যাত্রীসাধারণ। এই বিষয়ে অনেকেই মেনে নিতে পারেননি রেল কর্মচারি থেকে রেলের পুলিশ বিভাগের কর্মীরাও। অথচ কয়েক জন গাছ কাটার সাথে জড়িয়ে থেকে একটা অনিয়মের পক্ষে হেঁটেছেন বলে অভিযোগ এরপর অভিযোগ উঠেছে। এছাড়াও আরও অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে যে, রেলের বেশকিছু আধিকারিক নবদ্বীপ ধাম রেলস্টেশনের উন্নয়নে কতটা মনোনিবেশ করেন উঠেছে প্রশ্ন। রেলস্টেশনের চত্বরজুড়ে টোটোর দাপট বিকেল হলেই যাতায়াতের পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে সাইকেল এবং মোটরবাইকে। অথচ ভ্রুক্ষেপ নেই রেল পরিষেবা যাত্রীসাধারণের সুবিধার্থের জন্য। বহু কিছু সঙ্গে একটা অমিল রয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে যাত্রীদেরও রেলস্টেশনের উন্নয়ন সংক্রান্ত কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হয়েছিল সাম্প্রতিককালে যোগদান করা আইডব্লু বিভাগের আধিকারিক দেবব্রত বালার সাথে। কিন্তু তিনি এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে অনেক কিছুর উত্তর মেলে না। শুধুই মিটিং করছি বলে এড়িয়ে যান নানান ধরনের প্রশ্ন।

## স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কমাতে উদ্যোগী স্কুল কর্তৃপক্ষ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা ঃ** মিড ডে মিল থেকে শুরু করে সাইকেল, স্কুলব্যাগ, জুতো প্রভৃতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকারের তরফ থেকে বিলি করা হলেও স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এমনটাই এক পরিসংখ্যান ধরা পড়েছে কালনা শহরে। অথচ স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কমানোর জন্য সরকার নানাবিধ প্রকল্পের সুযোগ দিলেও এরকমটা কেন? তাই অভিযান শুরু করেছে কালনা মহকুমার বেশ কয়েকটি স্কুল কর্তৃপক্ষ। এক সমীক্ষা শুরু করেছে কালনা শহরের মহিষমর্দিনী ইন্সটিটিউট। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে, আমাদের শিক্ষকরা বিভিন্ন স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে গিয়ে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সাথে কথা বলেছেন এবং তাদের স্কুলে পঠন-পাঠন শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু অনেকেই জানিয়েছেন, লেখাপড়া করে কিছু হবে না তাই তারা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র কাজ করছে বলে এমনটাও অভিভাবক-অভিভাবিকাদের তরফ থেকে জানা গিয়েছে। মহিষমর্দিনী ইন্সটিটিউশনের দশম শ্রেণিতে ১৭ জন এবং সপ্তম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ৩৭ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসেনি। এছাড়াও আরও জানা গিয়েছে যে, এই স্কুলে ৭০ জন ছাত্রছাত্রী স্কুলে আসেনা। অথচ সরকারি নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন স্কুলে আসা ছাত্রছাত্রীরা। স্কুলের এক প্রতিনিধিদল ওই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে গিয়ে জানতে পেরেছেন যে, ইতিমধ্যেই ৭ জন ছাত্র ভিন রাজ্যে কাজের জন্য চলে গিয়েছে। এছাড়াও বহু ছাত্র ওইসব শিক্ষকদের কাছে অকপটে স্বীকার করেছেন যে, পড়াশোনা করে আর কোন কিছু ভালো ফল হবে না এমনকি চাকরিও মিলবে না তাই তারা এখন থেকেই কাজে নেমে পড়েছে। কাজ খুঁজে নিতে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে রাজি বলে জানিয়েছেন অভিভাবকেরা। যদিও শিক্ষক-শিক্ষিকারা ঐ সকল অভিভাবকদের কাছে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের ঘরে ছেলেমেয়েরা যদি মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করে পাস করে অন্যত্র কাজ খোঁজে তা হলেও অনেকটা উপকারে লাগবে। মাধ্যমিক পাস না করে কাজে যুক্ত হলে অদূর ভবিষ্যৎ অনেক কিছুই সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে শুরু করে চাকরির অনেক সুযোগ হারাতে হবে এমনটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন শিক্ষক দলের প্রতিনিধিরা। সরকারিভাবে সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ব্যবসা করতে হলেও মাধ্যমিক পাস অনিবার্য। তাই আপাতত মাধ্যমিক পাস করার জন্য স্কুলে যেতে হবে এমনটাও বার্তা দিয়েছেন ওই শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে এই রকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও কি মিলবে স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমার ফল? এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে। মহকুমাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, এই ধরনের উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে আবেদন রেখেছেন তারা যেন নিয়মিতভাবে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সাথে যোগাযোগ রেখে স্কুলছুট কমানো যায় তার দিকে নজর রাখেন। পূর্বস্থলী ২ নং ব্লক ও মন্তেশ্বর ব্লক এলাকায় বিভিন্ন গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় স্কুলছুটের সংখ্যা বেশ অনেকটাই বেড়ে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। তবুও স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমাতে উদ্যোগ নিয়েছে বেশ কিছু স্কুল কর্তৃপক্ষ।

## সমাজসেবীর জমি দখল ও পরিবারের উপর দমনপীড়নের অভিযোগ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ** দীর্ঘদিন ধরে পূর্বস্থলী ১ ব্লকের অধীন ছোট কোবলা মৌজার অন্তর্গত বিশিষ্ট সমাজসেবী গয়ারাম দাসের বেশ কিছু জমি দখল করে নেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিশাল চৌধুরী। বিশাল চৌধুরীর অভিযোগ যে, তাদের বাবা-মায়ের সম্পত্তি এখন বেদখলের পথে। অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় কিছু মানুষের বিরুদ্ধে। অভিযোগ যে, এক বছর আগেও তার বসত বাড়ি দখল, পুকুরে মাছ চুরি, বাঁশবাগানের বাঁশ চুরি করে নেওয়া প্রভৃতি দমন-পীড়ন চালানোর অভিযোগ এখনও অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন জমির মালিক বিশাল চৌধুরী। বৃহস্পতিবার আরও জানিয়েছেন যে, এই সমস্ত অনিয়ম কার্যকলাপের কথা নাদনঘাট থানা এবং আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। রায় তার পক্ষে হলেও স্থানীয় কিছু মানুষের স্বার্থান্বেষী মনোভাবের কারণে পুলিশ ও প্রশাসনের এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, পুকুরের মাছ এক সময় চুরি হয়ে গেছে। বাঁশবাগানের বাঁশ চুরি করে নিচ্ছে। জমিতে লাগানো প্রচুর নামিদামি গাছ রাতের অন্ধকারে কেটে ফেলা হয়েছে এই ধরনের দমন-পীড়ন অত্যাচার তাদের উপরে চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিশাল চৌধুরীর অভিযোগ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে জননেতাদের জানানো সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়নি। তাই মানসিকভাবে ভেঙে পড়তে বাধ্য হচ্ছেন তার নিজের জমি বেদখল হয়ে যাওয়ার কারণে। অথচ বিশালবাবু জানিয়েছেন যে, আমার দাদু গয়ারাম দাস ছিলেন একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী। তারই জমি এটা বেদখল হওয়াটা যথেষ্ট কষ্টকর। স্কুলের নাম পর্যন্ত হয়েছে বিশিষ্ট সমাজসেবী গয়ারাম দাস নামে। স্থানীয় গয়ারাম দাস বিদ্যামন্দির স্কুল তৈরির জন্য জমি দান করেছেন এবং স্কুলটি তৈরি করার জন্য যথেষ্ট অবদান ছিল তার। অথচ তারই কিছুটা জমি রয়েছে পৈতৃক ভিটে হিসাবে। সেই জমিও বেদখল হয়ে যাবার পথে তাই মানসিকভাবে হলেও অসহায় বোধ করছেন ওই পরিবারের লোকজনের। তবে বিশাল চৌধুরী জানিয়েছেন যে, স্থানীয় মানুষের কিছু চাহিদা থাকতেই পারে তবে আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান হলে মানসিকভাবে স্বস্তিবোধ করতেন বলেও তিনি জানিয়েছেন। তার নিজের জমি ঘিরে রাখার জন্য বেড়া দিলেও রাতের অন্ধকারে বেড়া ভেঙে দেওয়া হয়। খেলার মাঠ গড়ে তোলার চক্রান্ত শুরু হয়েছে তা নিজের জমিতে। এই নিয়ে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আরও জানা গিয়েছে যে, ওই পরিবারের উপরে প্রতিনিয়ত একটা নীরবে প্রচ্ছন্ন হুমকি চলছে। প্রাণনাশের হুমকিও চলে বলে অভিযোগ বিশাল চৌধুরীর। সবকিছু মিলিয়ে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ের মধ্যে দিয়ে জীবন-যাপন করছেন পরিবারের লোকজনেরা। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন আদালতের রায়ের প্রতি মান্যতা দিয়ে পুলিশ ও প্রশাসন জনপ্রতিনিধিরা তার পাশে দাঁড়ালে সত্যের জয় দেখতে পেতেন।

## শ্রমিকদের পাওনাগন্ডা মেটানোর দাবিতে বিক্ষোভ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ** দুর্গাপুরের রাতুড়িয়া অঙ্গদপুর শিল্পতালুকের একটি বেসরকারি ইস্পাত কারখানা ২০১২ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ফের ১২০ জন শ্রমিককে নিয়ে চালু হয়েছিল। কিন্তু বছর চারেক আগে ২০১৪ সালে তা পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কারখানা বন্ধের সময় কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের পাওনাগন্ডা মেটায়নি, এমনই অভিযোগ। ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কের কাছে বিপুল দেনা থাকায়, একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক কারখানাটি অধিগ্রহণ করেছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি সংস্থাকে কারখানার সামগ্রী কাটিং করার বরাত দেয়। গত কয়েকদিন ধরেই সে কাজ করছিল ওই সংস্থাটি। বৃহস্পতিবার সকালে ওই সংস্থার কর্মীরা কারখানার ভেতরে যেতে চাইলে তাদের গাড়ি আটকে বাধা দেয় শ্রমিকরা। তাদের দাবি পিএফ, গ্র্যাচুইটি, এরিয়ার-সহ অন্যান্য পাওনাগন্ডা মেটাতে হবে। এদিন সকাল থেকেই কারখানার গেটে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে শ্রমিকরা। ১০/১২ বছর ধরে এই কারখানায় কাজ করছে শ্রমিকেরা। এর আগেও যখন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কারখানা পরিদর্শনে আসেন, তখন শ্রমিকদের পাওনাগন্ডা মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। শ্রমিকদের অভিযোগ, ব্যাঙ্ক তলে তলে পুরো কারখানাটাই কেটে কেটে বিক্রি করে দেওয়ার তালে আছে, ক্ষতিপূরণ না দিলে কোনও সামগ্রী বের করতে না দেওয়ার হুমকি অনড় শ্রমিকদের। শ্রমিকদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে এদিন কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় মুম্বাইয়ের সংস্থাটি। সংস্থার সুপারভাইজার সঞ্জয় যাদব জানান যে, শুক্রবার কর্তৃপক্ষ এলে তাদের সাথে কথা বলেই ফের কাজ শুরু হবে। এই ঘটনায় এদিন সকাল থেকেই উত্তেজনা ছিল কারখানার গেটে। একসময়ে শিল্প শহরের অন্যতম এই শিল্পতালুকে বর্তমানে অনেক শিল্পই বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের পাওনাগন্ডা কিছুই মেটেনি। সেই তালিকার নবতম সংযোজন এই বেসরকারি ইস্পাত কারখানা। ক্রমেই জৌলুশ হারানো এই শিল্পতালুকের ছবিটা যে ভবিষ্যতের জন্য আদৌ ভালো বিজ্ঞাপন নয়, তা বলাই বাহুল্য।

## কীটপতঙ্গ রোধে স্প্রে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ** দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকে গত তিনদিন ধরে চলছে স্প্রে করার কাজ। লক্ষ্য কীটপতঙ্গ বিশেষ করে মশা, মাছি, মাকড়শা নিধনের জন্য। রাজ্যে এখন ট্যারান্টুলা আর নিপা ভাইরাসের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বর্ষার আগমন হতে আর দেরি নেই। গতবছর দুর্গাপুরে বেশ কয়েকজন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন। অভিযোগ ওঠে, ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারায় একজন। তাই চলতি বছরে দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লক কোনভাবেই ঢিলেমি দিতে রাজি নয়। তাই ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে কীটনাশক স্প্রে করার কাজ। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গোটা ব্লক জুড়ে চলছে স্প্রে করার কাজ বলে জানান বিডিও শুভ সিনহা রায়। সব দপ্তরের এবং সাধারণ বাসিন্দাদের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে বলে জানান বিডিও।

## সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধনে মন্ত্রী

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ** মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন 'সবার জন্য বিদ্যুৎ', তারই সফল রূপায়ণে একের পর এক সোলার বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হচ্ছে রাজ্যে। এদিন দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেডে ২০০ কিলোওয়াটের সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ২০০০ বর্গ স্কোয়ার ফুটের ওপর নির্মিত এই সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধনে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পিডিসিএলের চেয়ারম্যান শান্তনু বসু, ডিপিএলের এমডি গৌতম বিশ্বাস-সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। উদ্বোধরের পর বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান, আগামী এক বছরের মধ্যে ১০০ থেকে ১১০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সমর্থ হবে রাজ্য। তাপবিদ্যুতের পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা রাজ্য জুড়ে করা হচ্ছে। ১ মেগাওয়াট ইউনিটের জন্য প্রায় ৪-৫ একর জায়গা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে জলের ওপরও সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প হচ্ছে। সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা পিডিসিএলের চেয়ারম্যান শান্তনু বসুর বিশেষ প্রশংসা করেন মন্ত্রী। ডিপিএল সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের এমডি উত্তম মুখার্জী জানান, এই প্রকল্পে বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা আয় হবে ডিপিএলের। আগামী ৭ বছরের মধ্যে এই প্রকল্পে নিয়োগের মূল টাকা উঠে আসবে। ২৫ বছর আয়ু এই প্রকল্পের। এদিন বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় পিডিসিএলের দুটি গেস্টহাউসেরও উদ্বোধন করেন।

## গলসিতে লেন পরিবর্তনের সময় বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে, বাড়ছে ক্ষোভ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ** গলসিতে ২নং জাতীয় সড়কের উপর ভাসাপুলে লেন পরিবর্তনের সময় এক বাইক আরোহী একটি লরিতে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভাসাপুলের কাটিং-এর কাছে ভারি যানবাহন কোন রকম আগাম সিগন্যাল ছাড়াই লেন পরিবর্তন করে থাকে। আর লরি ডাম্পার চালকদের এই নিয়ম বিরুদ্ধভাবে লেন পরিবর্তনের কারণে গত দুই বছরে প্রায় কুড়িটি দুর্ঘটনা ঘটে। চারজনের প্রাণহানি হয় বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, লেন পরিবর্তন করার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় চালকদের খুব বেশি সচেতন থাকতে হয় কিন্তু অধিকাংশ সময় চালকেরা তাদের খুশিমত কাটিং গুলিতে লেন পরিবর্তন করে থাকে। বুধবারের ঘটনায় বাইক আরোহী দ্রুতগতিতে বাইক চালিয়ে আসছিল। সেই সময় আচমকাই একটি লরি ভাসাপুলের কাটিং-এ লেন পরিবর্তন করতে শুরু করে। বাইক চালক গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় প্রচন্ড গতিতে ধাক্কা মারে লরিটিকে। দুমড়ে যায় বাইক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইকচালকের। বাসিন্দাদের অভিযোগ কাটিংগুলিতে সিভিক পুলিশ দেওয়া প্রয়োজন যান নিয়ন্ত্রণের জন্য। এছাড়াও জাতীয় সড়কে স্পিড গান বসানো হয় ঢাকঢোল পিটিয়ে কিন্তু সেগুলির বাস্তব ব্যবহার দেখা যায় না বলেই অভিযোগ বাসিন্দাদের। গলসি পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে, নজরদারি চালানো হচ্ছে।

দক্ষিণবঙ্গে প্রথম বর্ধমান জেলার
বর্ধমান শহরে বন্ধ্যাত্ব নিরাময় কেন্দ্র
SUN INFERTILITY CARE UNIT
সান হসপিটাল, ভাঙা কুঠি, বর্ধমান
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি বার সকাল ১০টা থেকে
বন্ধ্যাত্ব নিরাময় কেন্দ্র

FACILITY :
1. Sperm bank
2. IUI/IVF/ICSI Consultant.
3. Embrio transfer.
4. TVS done.
5. Low Amount.

Mob.- 9733391390
8373095423/9851942770
Email-biswajitghoshbiswajit1980@gmail.com

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ , হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222